intersex Asia

# এশিয়ান আন্তঃলিঙ্গ বিবৃতি ২০২৩

“আমরা এশিয়ায়
ইন্টারসেক্স/আন্তঃলিঙ্গ
মানবাধিকার রক্ষা করি।”

ইন্টারসেক্স হিউম্যান রাইটস ফান্ড-এর সাহায্যে ব্যাংককে ২৫-২৬ অক্টোবর ২০২২-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তৃতীয় এশিয়ান ইন্টারসেক্স ফোরাম। এ ফোরামে একত্রিত হয়েছিলেন ২২ জন আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তি যারা ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ফিলিপিন্স, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া ও জাপান থেকে এসে তাদের নিজ নিজ সংগঠন ও সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

আন্তঃলিঙ্গ শব্দটি দ্বারা নানান ধরন ও বৈচিত্রের শরীর বোঝানো হয়। কিছুকিছু ক্ষেত্রে আন্তঃলিঙ্গ চরিত্র জন্মের পরই লক্ষণীয়, আবার কিছুকিছু চরিত্র প্রকাশ পায় বয়ঃসন্ধিকালে। অনেক সময় ক্রোমোজোমাল বৈচিত্র বাইরে থেকে বোঝা যায় না। আন্তঃলিঙ্গ মানুষেরা অনেক ধরনের শরীর নিয়ে জন্মায় এবং তাদের শরীর নারী বা পুরুষ লিঙ্গ পরিচয়ধারীর  মধ্যে পড়ে না। পুরো পৃথিবীর জনসংখ্যার ১.৭% মানুষ আন্তঃলিঙ্গ চরিত্র নিয়ে জন্মালেও আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নানা বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

# ভূমিকা

“

আমরা নিশ্চিত করছি যে আন্তঃলিঙ্গ মানুষেরা আছে, এবং আমরা এশিয়ার সব দেশ সহ পৃথিবীর সব অঞ্চল ও দেশে আছি। তাই আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তিদের সহযোগিতা করা উচিত যেন তারা তাদের নিজস্ব সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আনতে পারে।

আমরা আন্তঃলিঙ্গ অ্যাক্টিভিস্ট যারা বৈচিত্র্যময় এশিয়া মহাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছি আর একসাথে কাজ করছি যেন সব বয়সী আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন ও ক্ষতিকর প্র্যাকটিস দূর করতে পারি আর তাদের মানবাধিকার এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

”

# জরুরী চাহিদাসমূহ

## 1 আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের দৈহিক স্বাধীনতা রক্ষা করা

১. আন্তঃলিঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে অসুস্থতা নয় বরং সাধারণ যৌন বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া।

২. আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তিদের দৈহিক স্বাধীনতা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৩. আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তিদের ও তাদের মা-বাবা/সেবাদানকারীদের জন্য মানসিক-সামাজিক ও পিয়ার সহযোগিতা (নন-প্যাথলজাইজিং ও আন্তঃলিঙ্গ-বান্ধব) আজীবনের জন্য নিশ্চিত করা।

৪. নাগরিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে (যেমন হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ, ও রাজনৈতিক সংস্থা) আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তিদের গোপনীয়তা ও সম্মান নিশ্চিত করা।

৫. যে সকল আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তি তাদের সম্মতি ছাড়া জোরপূর্বক অপ্রয়োজনীয় চিকিৎসার সম্মুখীন হয়েছেন এবং এর কারণে এখন বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার স্বীকার হচ্ছেন তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

## 2 জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তঃলিঙ্গ মানুষদেরকে বৈষম্য থেকে রক্ষা করা

১. বৈষম্য বিরোধী আইনে লিঙ্গ বৈচিত্র উল্লেখের মাধ্যমে আন্তঃলিঙ্গ ইন্টারসেক্সসুয়াল বৈষম্য থেকে রক্ষা করা, আর নাগরিক ও সামাজিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেমন হাসপাতালে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষে ও সরকারি সংস্থায় আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তিদের বৈষম্যমূলক বৈষম্য থেকে রক্ষা করা। এবং লিঙ্গ বৈচিত্রের ভিত্তিতে দূর আইন সংশোধন করা।

২. যে সকল শব্দ দ্বারা আন্তঃলিঙ্গ বোঝানো হয় সে সকল শব্দের স্টিগমা দরূ করা।

৩. সর্বনামের ব্যবহারে গুরুত্ব দেওয়া, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও কর্মস্থলে, যেন আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তিদের সঠিকভাবে সম্বোধন করা হয়।

৪. আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তিদের কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। যৌন হয়রানি বিরোধী পলিসির মধ্যে আন্তঃলিঙ্গ মানুষদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

## 2 জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তঃলিঙ্গ মানুষদেরকে বৈষম্য থেকে রক্ষা করা

৫. দেশে ও বিদেশে ভ্রমণের সময় বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন ও সিকিউরিটি চেকপয়েন্টে যেন আন্তঃলিঙ্গ মানুষেরা হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করা।

৬. আন্তঃলিঙ্গ শরণার্থীদেরকে বৈষম্যমলকূ আচরণ ও সহিংসতা থেকে রক্ষা করা এবং তাদেরকে আন্তঃলিঙ্গ-বান্ধব মানসিক ও সামাজিক সহায়তা প্রদান করা।

৭. বিবাহ ও দত্তক গ্রহণের ক্ষেত্রে আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের জন্য বৈষম্য-বিরোধী আইন নিশ্চিত করা।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

## 3 আন্তঃলিঙ্গ-বান্ধব চিকিৎসার সুযোগ

১. লিঙ্গ বৈষম্য, মেডিক্যালাইজেশন, ডিহিউম্যানাইজেশন, ও স্টিগমাটাইজেশন দ্বারা আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের ট্রমা ও মানসিক অসুস্থতা হতে পারে তা স্বীকৃতি দেওয়া।

২. যে স্বাস্থ্যকর্মীরা আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তিদের সেবার কাজে নিয়োজিত আছেন তাদের আন্তঃলিঙ্গ-বান্ধব প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

৩. স্বাস্থ্যকর্মীদের মানবাধিকার-ভিত্তিক নির্দেশনা প্রদান করা যেন তারা আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে সম্মান ও গোপনীয়তার বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে পারেন।

৪. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে সহজলভ্য ও আন্তঃলিঙ্গ-বান্ধব চিকিৎসাসেবা প্রদান করা।

৫. আন্তঃলিঙ্গ-বান্ধব বিশেষজ্ঞ মেডিকেল বিভাগের তালিকা প্রদান করা, অথবা রাষ্ট্র ও বিভাগীয় প্রতিটি স্তরের চিকিৎসা কেন্দ্রে মেডিকেল বিশেষজ্ঞদের তালিকা প্রদান করা, যাতে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠী ও তাদের পরিবার অনায়াসে চিকিৎসা সেবা পেতে পারে।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

3

## আন্তঃলিঙ্গ-বান্ধব চিকিৎসার সুযোগ

৬. আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তিদের সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা প্রদান করা। এবং সেই সাথে ব্যক্তিগত বীমা প্রদানকারীদের নির্দেশনা দেওয়া যেন তারা আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের জন্য স্বাস্থ্য বীমা পলিসি সংযোজন করে।

৭. আন্তঃলিঙ্গ বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র যেন প্রাইভেট ল্যাবে সহজলভ্যভাবে এবং সুলভ মূল্যে চিহ্নিত করা যায় তা নিশ্চিত করা।

৮. আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের প্রয়োজনীয় ওষুধ যেন সাশ্রয়ী মূল্যে পাওয়া যায় তা নিশ্চিত করা।

৯. সরকারের পক্ষ থেকে সার্বজনীন চিকিৎসা কার্যক্রমে আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা ও চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

## 4 শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তিকরণ

১. গর্ভকালীন সময়ে মানবাধিকার-ভিত্তিক আন্তঃলিঙ্গ বিষয়ক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা।

২. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠী ও তাদের পরিবারকে মানবাধিকার-ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা।

৩. শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি স্তরে যৌন শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেই সাথে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর যাবত জীবনের অভিজ্ঞতাগুলোকে সম্মানের সাথে যৌন শিক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. মৌলিক যৌন শিক্ষা পাঠ্যক্রম নবায়ন করা এবং এর মধ্যে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠী ও SOGIESC অধিকার বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা।

৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যকরী প্রশিক্ষণ মডিউল বাস্তবায়ন করা যেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা 'জেন্ডার আইডেন্টিটি' ও 'সেক্স ক্যারেক্টারিস্টিকস' শব্দ দুটো বুঝতে পারেন এবং এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণায়ন করতে পারেন।

৬. মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্যক্রম নবায়ন করা যেন এর মধ্যে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো ও SOGIESC অধিকার বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

## 5 আন্তঃলিঙ্গ শিশুদের জন্ম নিবন্ধন

১. আন্তঃলিঙ্গ শিশুদের জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পৃথক একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা যেন তাদেরকে নারী বা পুরুষ এই দইু ক্যাটাগরির যেকোনো একটিতে জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, এ বিষয়টি মাথায় রেখে যে অন্য সব মানুষের মতোই ইন্টারসেক্স শিশুরাও বড় হয়ে নিজের সামাজিক বা জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের  বিষয়ে নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

## 6 আন্তঃলিঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে সকল ক্ষেত্রে আইনি স্বীকৃতি প্রদান

১. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা।

২. আন্তর্জাতিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের বিধিমালায় সরকারের সমর্থন, অংশগ্রহণ, ও পাশে দাঁড়ানো নিশ্চিত করা।

৩. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় ও রাষ্ট্রীয় সরকারের বাজেটে সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা।

৪. আন্তঃলিঙ্গ শব্দ দ্বারা জৈবিক লিঙ্গের বৈশিষ্ট  বোঝানো হয় এবং এটি যৌন অভিমুখিতা  ও সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়  থেকে আলাদা- এ বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করা। একজন আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তির বৈচিত্র্যময় যৌন অভিমুখিতা  ও সামাজিক লিঙ্গ পরিচয়  থাকতে পারে এবং সে নিজেকে নারী, পুরুষ বা বহির্ভূত লিঙ্গ পরিচয়ধারী  হিসেবে প্রকাশ করতে পারে।

৫. সহজ পদ্ধতিতে ও বিনামূল্যে যেন সামাজিক লিঙ্গ পরিচয় পরিবর্তন  করা যায় তা নিশ্চিত করা। প্রতিটি মানুষেরা এই স্বাধীনতাটুকু থাকবে যেন সে নিবন্ধনের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ, নন বাইনারি অথবা নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের জেন্ডার বেছে নিতে পারে। ভবিষ্যতে জাতীয়তা ও ধর্মের মত জৈবিক ও সামাজিক লিঙ্গ ও জন্ম নিবন্ধন পত্র ও অন্যান্য নথিপত্র থেকে বাদ দেওয়া হবে।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

6

## আন্তঃলিঙ্গ বৈশিষ্ট্যকে সকল ক্ষেত্রে আইনি স্বীকৃতি প্রদান

৬. যেসব শারীরিক পরীক্ষার মাধ্যমে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর সম্মান লঙিঘত হয় তা বন্ধ করা, এবং প্রতিযোগিতামলকূ ক্রীড়াক্ষেত্রে সর্বস্তরে তাদের আইনগত লিঙ্গ 5অনুযায়ী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। আন্তঃলিঙ্গ অ্যাথলিট যাদেরকে অসম্মানিত করা হয়েছে এবং তাদের খেতাব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া এবং পুনর্বহাল করা।

৭. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যেন তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারে।

৮. আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের মধ্যে ইন্টারসেক্সসুয়াল বৈচিত্রের স্বীকৃতি দেওয়া এবং যেসব আন্তঃলিঙ্গ মানুষেরা শারীরিক প্রতিবন্ধী বা সামাজিক ভাবে ও শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করা।

৯. অভিবাসী আন্তঃলিঙ্গ কর্মীদের জন্য এমন নীতিমালা প্রণয়ন করা যার মাধ্যমে তাদের অন্তর্ভুক্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

## 7 চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও চিকিৎসকদের নিয়ন্ত্রণ করা

১. বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক প্রক্রিয়া যেমন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে যৌনাঙ্গের 'স্বাভাবিককরণ', মানসিক ও অন্যান্য চিকিৎসা যেমন আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তির মতামত না নিয়ে আইনগতভাবে (বা অন্যান্যভাবে) জেন্ডার-ভিত্তিক ওষুধ প্রদান করা- এ বিষয়গুলো বন্ধ করা। আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে যেন তাদের শরীর সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা একমাত্র তাদের হাতেই থাকে।

২. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলোর অবসান ঘটিয়ে তাদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ নিশ্চিত করা।

৩. বিভিন্ন মেডিকেল প্র্যাক্টিস, নির্দেশিকা, প্রটোকল ও ক্লাসিফিকেশন যেমন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানিসশনের ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ ডিজিজেস-এ লিঙ্গ বৈচিত্র্যকে রোগ হিসেবে দেখার দৃষ্টি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা।

৪. প্রি-ইমপ্লান্টেশন জেনেটিক ডায়াগনোসিস, প্রি-নেটাল স্ক্রিনিং ও ইন্টারভেনশন, আর আন্তঃলিঙ্গ ফিটাসের বাছাইকৃত গর্ভপাত বন্ধ করা।*

* আমরা নারীদের স্বেচ্ছায় গর্ভপাতের স্বাধীনতা এবং মাতৃত্বকালীন চিকিৎসাসেবা পাওয়ার অধিকারে বিশ্বাসী। কিন্তু সেই সাথে আমরা আন্তঃলিঙ্গ ফিটাসের বাছাইকৃত গর্ভপাতের ঘোর বিরোধী।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

## 7 চিকিৎসা পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও চিকিৎসকদের নিয়ন্ত্রণ করা

৫. হবুবাবা-মায়েদেরকে অন্যান্য তথ্যের সাথে আন্তঃলিঙ্গ বিষয়ের উপর মানবাধিকার-ভিত্তিক তথ্য দেয়া যাতে তারা আন্তঃলিঙ্গ শিশু এবং আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার বিষয়টি জানতে পারে এবং একটি আন্তঃলিঙ্গ নবজাতককে সাদরে গ্রহণ করতে পারে।

৬. গর্ভপাত নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ায় আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকারের বিষয়টি মাথায় রাখা। এর ফলে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য দূর হবে এবং আন্তঃলিঙ্গ শিশু হত্যার অবসান হবে।

৭. নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদেরকে যথাযথ ভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া যাতে তারা আন্তঃলিঙ্গ শিশুদের শারীরিক মর্যাদা রক্ষার বিষয়টিতে বিশেষভাবে যত্নবান হয়।

৮. মেডিকেল ইনস্টিটিউটগুলোতে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়টির প্রতি সংবেদনশীল মনোভাব গড়ে তোলা, আন্তঃলিঙ্গ-বান্ধব শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা-সেবা প্রদান করা এবং হাসপাতালে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর ঝামেলাহীন প্রবেশাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

## ৪ ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা

১. কার্যকর আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আন্তঃলিঙ্গ শিশুহত্যা, শিশুকে পরিত্যক্ত ঘোষণা ও অনার কিলিং বন্ধ করা।

২. যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি, বিদ্রুপাত্মক কথা ও অন্যান্য বৈষম্য যেমন সেক্সিজম, এবলিজম, পুরুষতন্ত্র ও বর্ণবাদ- বিরোধী আইনে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর প্রতি অতীতে ঘটে যাওয়া দুর্ভোগ ও অবিচারকে স্বীকার করে নেয়া এবং এর প্রতিকার, ক্ষতিপূরণ ও ন্যায়বিচারের অধিকার নিশ্চিত করা।

৪. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি যাতে নিরাপদ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরা যায় এবং দৃঢ় ভাবে পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নেয়া যায় তা নিশ্চিত করা।

৫. আন্তঃলিঙ্গ ব্যক্তিদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ যেন কোনরূপ বৈষম্যমলকূ আচরণ না করে বিষয়টি সুরাহা করে তা নিশ্চিত করা এবং আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য এমন কিছুনীতি প্রণয়ন করা যাতে পুলিশ বাহিনীর কোন সদস্য তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে না পারে।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

9

## তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ: গবেষণার ঘাটতি পূরণ

১. আন্তঃলিঙ্গ মানুষেরা যেন তাদের জন্ম থেকে শুরু করে সকল মেডিকেল তথ্য, রিপোর্ট এবং হিস্ট্রি জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

২. আদমশুমারি সহ সরকারি সকল পরিসংখ্যানে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর যথাযথ অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা যাতে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীকে সমাজ কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা, জরুরী সেবা ইত্যাদির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৩. এমন একটি প্রক্রিয়া দাঁড় করানো যার মাধ্যমে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর উপর তথ্য সংগ্রহের ভিত্তিতে সরকারি পরিকল্পনা, সামাজিক নিরাপত্তা ও নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা যায়।

৪. শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়কে উৎসাহিত করা যাতে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে যে ঘাটতি রয়েছে তা পূরণ করা যায়।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

## 10 আন্তঃলিঙ্গ বিষয়ে সংবেদনশীলতা ও সচেতনতা

১. বৃহত্তর সমাজে আন্তঃলিঙ্গ বিষয়ে ও আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা।

২. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠী ও তাদের পরিবারের জন্য সহযোগিতামলকূ , নিরাপদ এবং সম্মানজনক পরিবেশ তৈরি করা।

৩. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর প্রতি অতীতে ঘটে যাওয়া দুর্ভোগ ও অবিচারকে স্বীকার করে নেয়া এবং এর প্রতিকার, ক্ষতিপূরণ ও ন্যায়বিচারের অধিকার নিশ্চিত করা।

৪. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে যারা কাজ করছেন যেমন স্বাস্থ্যকর্মী, মা-বাবা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরতর্ম ব্যক্তিরা- তাদেরকে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর বিষয়ে মানবাধিকার-ভিত্তিক নির্দেশনা দিতে হবে।

৫. সরকারি কর্মচারী , যাদের মধ্যে রাজনীতিবিদরাও অন্তর্ভুক্ত, তাদের মধ্যে সংবেদনশীল মনোভাব গড়ে তোলা যাতে করে তারা আন্তঃলিঙ্গ বিষয়টি সঠিকভাবে অনুধাবন করে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ শব্দচয়ন করতে পারেন।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

10

## আন্তঃলিঙ্গ বিষয়ে সংবেদনশীলতা ও সচেতনতা

৬. আন্তঃলিঙ্গ সংগঠন এবং আন্তঃলিঙ্গ পিয়ার সাপোর্ট গ্রুপগুলোর স্বীকৃতি, অর্থায়ন ও সহযোগিতার মাধ্যমে টিকে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

৭. মিডিয়া কর্মীদের মধ্যে আন্তঃলিঙ্গ বিষয়ক মানবাধিকার-ভিত্তিক সচেতনতা তৈরি করা এবং আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠী বিষয়ে যথাযথ উপস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৮. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর জীবন-বাস্তবতাভিত্তিক শর্ট মুভি ও ওয়েব সিরিজ নির্মাণে উৎসাহ দান করা যাতে এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে আন্তঃলিঙ্গ বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা যায়।

৯. আন্তঃলিঙ্গ বৈচিত্র সঠিকভাবে বোঝার ক্ষেত্রে LGBTQIA+ কমিউনিটিকে সংবেদনশীল করে তোলা।

# জরুরী চাহিদাসমূহ

## 11 সম্পদ ও উত্তরাধিকার

১. সম্পদের উত্তরাধিকার তৈরীর জন্য আন্তঃলিঙ্গ শিশুকে জোরপূর্বক অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পুত্র সন্তান হিসেবে গড়ে তোলার প্রবণতা বন্ধ করা।

২. বন্ধ্যাত্বের কারণে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠী যেন কোনভাবে সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা।

## 12 জরুরী সেবায় আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিকরণ

১. জরুরী প্রক্রিয়া ও নীতির ক্ষেত্রে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা। উদাহরণস্বরূপ, আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর জন্য কোভিড-১৯ এর সময়ে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল।

২. বিপর্যয় মোকাবেলা কর্মসূচিতে আন্তঃলিঙ্গ মানুষদের অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করা।

# কর্মের জন্য আহ্বান

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে এশিয়ান আন্তঃলিঙ্গ আন্দোলন আহ্বান করে-

## মানবাধিকার সংস্থা সমূহকে

১. আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও জাতীয় মানবাধিকার সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে আন্তঃলিঙ্গ বিষয়ক সহযোগিতামূলক দৃশমান্যতাপ্রমাণ করা।

## সরকারি কার্যক্রমে

১. এশিয়ান আন্তঃলিঙ্গ আন্দোলন যে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেছে আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ও সংস্থার সাথে সরাসরি সমন্বয়ের মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলো সমাধানে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২. আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর জন্য যা কিছুক্ষতিকর যেমন আন্তঃলিঙ্গ জেনিটাল মিউটিলেশন, সম্মতিবিহীন অস্ত্রোপচার, শিশু হত্যা ও অনার কিলিং বন্ধ করার জন্য সরকারিভাবে উদ্যোগ নেয়া।

# কর্মের জন্য আহ্বান

## বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংস্থায়

১. গণমাধ্যম সংস্থা ও উৎসগুলো যেন আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর গোপনীয়তার অধিকার, সম্মান এবং যথাযথ ও নৈতিক উপস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করা।

২. আন্তঃলিঙ্গ বিষয়ে শিক্ষাদানের মাধ্যমে যেন নেত্রীস্থানীয়রা সাধারণ মানুষের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে পারেন তা নিশ্চিত করা।

৩. দাতা সংস্থাগুলোকে উদবুদ্ধ করা যেন তারা আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর দৃশমান্যতার জন্য সংগ্রাম, সক্ষমতা বৃদ্ধি, জ্ঞান অর্জন এবং মানবাধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসে।

৪. মানবাধিকার সংস্থাগুলো আন্তঃলিঙ্গ জনগোষ্ঠীর সাথে সেতুবন্ধন তৈরিতে অবদান রাখবে যেন পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। এই কাজটি করতে হবে সহমর্মিতার চেতনা নিয়ে এবং খেয়াল রাখতে হবে যেন কেউ আন্তঃলিঙ্গ বিষয়টিকে নিজেদের স্বার্থে অপব্যবহার না করে।

## আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

Hiker Chiu,
Executive Director of Intersex Asia, hiker@intersexasia.org

Prashant Singh,
Researcher & UN Advocacy Officer of Intersex Asia, prashant@intersexasia.org

Intersex Asia 2023

Intersex Asia
https://www.intersexasia.org
@intersexasia
@intersexasia